পালার কান্না

হিল্লোল রায়

পালা-টা তার পদবী,
আর প্রথম নামটার নুপুর
বাসন্তের ভালো নাম টি. টি. ক্লাস,
বাস্তুলে হটের দুপুর
পোড়োবাড়ির মি. ফি. টিচার
আদর করে তাকে
বলে দিতেন বাড়ি গিয়ে
বলো না বাবা-মা'কে
নুপুরে মনে প্রশ্ন জাগে,
শুনছি এমন কেন
বাবা-ও তো বোঝে ক্লান্তি ঘাম,
বলেন না তো হেন

মানুষ বেশে শিক্ষাগুরুর
বকটা দুকে দুকে
হেসে বললেন এখন তোমার
স্কুলের আলো শুধু
নুপুর আকাশ ফ্যালফ্যালিয়ে
শিক্ষার গুরুর পানে
তাকিয়ে থাকে হাত-দুটো তার
একটা বিদ্রোহ খুঁজতে

কুকুরবেশী শিকারগুরু
বসিয়ে দিলেন ধাঁধা
বলে উঠলেন নিজের মনে
এখন কোথায় যাবা

ভূতের চোখে শিউরে উঠে
ক্ষোনু হারালো নুপুর
ঘোড়ার কাঁটা হয়ে বাজে তখন
বেলা তটে দুপুর
কালবাজার এক পুলিশ তখন
সিগটি-র ক্লাসে গিয়ে
চোখলো শুধু ছলনার বন্ধু
মিনি ব্লাইন্ড দিয়ে
মেঘের অনেক রক্তের ছোপ
"কুকুর" কারমড় থেকে
শিকারগুরু আসলে আসলে,
পার্লিশা বলেন ডেকে
"কি হয়েছে বলুন খুলে
একটু ইন্টার আগে-"
বলেন টিচার চোখের জলে "
"বলতে সরম লাগে

"পিটু বুল"-টার টুকেটুকেরা
ছোলার ঘরময় দিয়ে
সামনে বসা নুপুরে তখন
আর কাছেতে পিয়ে
করলো শুরু ভালুক আদর,
সংগে জড়াজড়ি
পিটু বুল-টার দিলো কামড়,
সাংগ গড়াগড়ি

পি.টি.-র ক্লাসে পিটু বুল-টার
পিরিটির পিরিটির করে
পালিয়ে যায় এক নিমেষেই
পুলিশ- আসার পরে
পুলিশ বলেন পি.টি.-র টিচার
হেথায় নাচের সুর
আনন্দ আজ শেষ এখানেই,
যেখান থেকে শুরু
কে বোঝাবে মা-বাবাকে
নুপুর লালা-র কান্না
ঠেক হয়েছে শিক্ষা বোধের,
চাই না কিছু আনা !!